সাট্‌সা বুলেটিন

৬ষ্ঠ বর্ষ ২৭তম সংখ্যা আগস্ট, ২০১৬

সম্পাদকীয়.....

বর্তমানে আবহাওয়া পরিবর্তনের কুফল আমরা প্রতিনিয়তই উপলব্ধি করছি। মরশুমের শুরুতে স্বাভাবিক বা তার থেকে বেশি বৃষ্টিপাতের ভবিষ্যতবাণী থাকলেও এখন পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম, দেরিতে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় খরিফ মরশুমের চাষ কিছুটা পিছিয়ে গেছে। তাই এমতাবস্থায় আবহাওয়া স্থিতিস্থাপক কৃষি ব্যবস্থার (Climate Resilient Agriculture) এর গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে চাই উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ যা বর্তমান সময় বেশ অপ্রতুল। ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থাও ভয়াবহ ইঙ্গিত বহন করছে। সম্প্রতি সমীক্ষায় প্রকাশ মাথা পিছু ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ ১৫ শতাংশ কমে গেছে। প্রতিনিয়ত যত জল তোলা হচ্ছে সেই পরিমাণ জল ভূগর্ভে পুনরায় ফিরে যাচ্ছে না।

গত বছর দেশের ১৩ টি রাজ্যের খরা পরিস্থিতি ডালের উৎপাদন অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দেশে ডাল শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা না করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মোজাম্বিক ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশে ডাল শস্য উৎপাদন করে আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের মতে এটি একটি আত্মঘাতী প্রয়াস এবং এর মাধ্যমে আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং সেই সঙ্গে আফ্রিকার ঐ সমস্ত দেশগুলির সাধারণ দরিদ্র অধিবাসীদের খাদ্য নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিঘ্নিত হবে। ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রযুক্তি, বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি ভারত সরকার সরবরাহ করবে এবং উৎপাদিত ফসল সম্পূর্ণভাবে দেশে আমদানি করা হবে। এ বছর এক লক্ষ টন ডালশস্য কেবল মাত্র মোজাম্বিক থেকেই আমদানি করার কথা। আমরা মনে করি যে একই রকম উপকরণ ও প্রযুক্তি দেশের কৃষকদের সরবরাহ করে এবং বর্ধিত সহায়ক মূল্যে সেই উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করে দেশের জমিতেই ডাল শস্যের উৎপাদন আমরা অনেকটা বাড়াতে পারি। ভোজ্য তেল উৎপাদন দেশের অভ্যন্তরেই বাড়ানোর জন্যও আমরা একইরকমের পরিকল্পনা নিতে পারি।

সম্প্রতি জেনেটিক্যালি মডিফায়েড খাদ্য শস্য বিশেষ করে জি-এম সরিষা চালু করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা জি-ই-এ-সি (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারি অ্যাপ্রেইজাল কমিটি) সবিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু সিভিল সোসাইটি ও কৃষক সংগঠনের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এখনও তা করে উঠতে পারে নি। সত্যিই আমাদের অবাক লাগে যখন একশ জন নোবেল লরিয়েট বিজ্ঞানী বিভিন্ন বায়োটেক কোম্পানীর পক্ষে ওকালতি করে জি-এম শস্যের পক্ষে স্বাক্ষর করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। গত বছর জি-এম জাতের বিটি তুলো চাষে সাদা মাছি ব্যাপক ভাবে ক্ষতি করায় ও ফলন কমে যাওয়ায় এ বছর অনেক চাষী জি-এম নয় এমন দেশীয় তুলোর চাষ শুরু করেছেন। জি-এম তুলার ক্ষতিকারক প্রভাব পর্যালোচনা করে দেশের কৃষি বিজ্ঞানীগণও জি-এম নয় এমন তুলো চাষ বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন। আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষে, কিন্তু কখনই তা জৈব নিরাপত্তা ও কৃষকের আর্থিক বিকাশ বিসর্জন দিয়ে নয়।

বর্তমানে উদার অর্থনীতি আরও বেশি উদার করে দেওয়া হয়েছে। খুচরো ব্যবসা, প্রতিরক্ষা, বিমা, ওষুধ শিল্প ও বিমান পরিবহন ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী দাবি করেছেন বিদেশী বিনিয়োগের ফলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং এর ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে 'ভারতীয় লেবার ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী) ২০১৫ সালে মাত্র ১.৩৫ লক্ষ কর্ম সংস্থান হয়েছে যেটি বিগত ছয় বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ চালু করেছে। আমাদের রাজ্যে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা মনে করি ষষ্ঠ রাজ্য বেতন কমিশন আমাদের দাবি সনদ ঐকান্তিকতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। সমসাময়িক পরিস্থিতিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় কৃষি দপ্তরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই এই দপ্তরের প্রযুক্তিবিদ্‌দের দীর্ঘ দিনের অপূর্ণ দাবি দাওয়াগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন এই আশা রাখি।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৫–১৬ বর্ষের চতুর্থ সভার প্রতিবেদন

গত ৭ই মে, ২০১৬ তারিখ, সাট্‌সা ভবনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি শ্রী মুরারী যাদব সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। বর্ধমান জেলার সাট্‌সা ইউনিটের সদস্য শ্রী সুব্রত বিশ্বাসের অকাল প্রয়াণে সভার শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সহ-সভাপতি শ্রী তপন দাস তার বক্তব্যে বিবিধ এবং ক্রমবর্ধমান

সাট্‌সা, প.ব. মালদা দ্বারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী কৃষক সন্তানদের সম্বর্ধনা

কাজের খতিয়ান পরিসংখ্যান দিয়ে তুলে ধরেন। সদস্যদের তিনি সতর্কতার সঙ্গে বিভিন্ন সরকারী আদেশ নামা ও নিয়মাবলী অনুসরণ করে দপ্তরের কাজ কর্ম সম্পাদনের কথা বলেন।

সহ-সভাপতি শ্রী মৃদুল সাহা তার বক্তব্যে সাম্প্রতিকালে সরকারী প্রকল্প সফল রূপায়ণে সদস্যদের অবদানের কথা সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে তথ্যসহ তুলে ধরেন। এর নিরিখে তিনি আমাদের দীর্ঘ দিনের দাবি দাওয়াগুলি পূরণের আর্জি জানান।

সহ-সভাপতি শ্রী অরুনাভ মাইতি বলেন আমাদের কিছু দাবি আদায় হয়েছে, তবে বাকি দাবিগুলি আদায়ের জন্য নিজেদের সংঘবদ্ধ থাকতে হবে।

সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম ভৌমিক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আমাদের কিছু দাবি ও প্রত্যাশা পূরণ হলেও এখনও অনেক দাবি আদায় করতে হবে। তিনি কিছু সদস্যের সন্দেহজনক অবস্থান নিয়ে জেলা সম্পাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যে সমস্ত সদস্য ধার নিয়েছেন তা পরিশোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জেলা সম্পাদকদের অনুরোধ করেন।

২০১২ সাল অবধি গ্রেডেশন লিস্ট সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। এরমধ্যে কেউ যদি কোন অসঙ্গতি অবহিত করে আবেদন জমা না করে থাকেন তবে তার দায়িত্ব সংগঠন নেবে না। তিনি সকলের কাছে আবেদন করেন, যারা Member's Profile এর জন্য তথ্য এখনও দেননি তারা যেন অবিলম্বে তা জমা দেন।

সাধারণ সম্পাদক শ্রী ভৌমিক সঠিক সময়ে সংগঠনের চাঁদা জমা দেবার আর্জি জানান, তিনি আরও বলেন নিকটবর্তী জেলাগুলি নিজেদের মধ্যে তাদের জমা-খরচের হিসাব যাচাই করুক, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সদস্যরাও হিসাব পরীক্ষা করবেন। তিনি সকলের কাছে আবেদন করেন সাট্‌সা ভবনকে নিজের বাড়ির মতো ভাবতে এবং তাকে সঠিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

''কৃষি রবি'' পুরস্কার প্রদান নিয়ে তিনি নতুন আঙ্গিকে চিন্তাভাবনা করার অনুরোধ করেন। তিনি আরও জানান হাওড়ার এক সদস্য রাজ্যস্তরে একজন কৃষি রবি পুরস্কারের খরচ বহন করার প্রস্তাব দিয়েছেন, যা পরে সভায় অনুমোদিত হয়। তিনি নীতিগতভাবে বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী নিলে চাষীদের পাশে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থার সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

শ্রী সুজন কুমার সেন, দপ্তর সম্পাদক, সমস্ত জেলা সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে বলেন---''কৃষি রবি'' এর উদ্দেশ্য ও নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে ব্লকস্তরে যে সমস্ত নতুন সদস্য - আধিকারিক যোগ দিয়েছেন, তাদের অবহিত করতে হবে।

তিনি সাট্‌সা ভবনে থাকার জন্য জেলা সম্পাদকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কোষাধক্ষ্যকে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেন। দপ্তর সম্পাদক মোট ১৫৪ জনের (সম্প্রসারণ শাখা-১৩২ জন এবং গবেষণা শাখায়-২২) নাম ঘোষণা করেন যারা সাট্‌সার সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। তিনি আরও জানান সমস্ত নবনিযুক্ত আধিকারিকরা সাট্‌সায় যোগদান করেছেন এবং এই জন্য তিনি সংগঠনের সবাইকে ধন্যবাদ জানান। নবনিযুক্ত আধিকারিকরা ছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে আরো ১৬ জন সাট্‌সার সদস্য পদের জন্য আবেদন করেছেন, যা সভায় অনুমোদিত হয়। একই সাথে তিনিজন সদস্যদের আজীবন সদস্যপদের আবেদন অনুমোদিত হয়। তারা হলেন - গুণেন্দু বিকাশ ভট্টাচার্য, শ্যামা প্রসাদ ঘোষ এবং শেখ আনোয়ার হোসেন। সভার সার্বিক সিদ্ধান্তে দুটি জেলার অনুমোদনক্রমে দুইজন সদস্যের সাট্‌সার সদস্যপদ খারিজ করা হয়, - শ্রী বিজন অধিকারী (বর্ধমান) এবং শ্রী লক্ষী মান্ডি (কোলকাতা)।

শ্রী শক্তি ভদ্র, যুগ্ম সম্পাদক (এসটাবলিসম্যান্ট) কৃষি কৃত্যকের গ্রেডেশেন লিস্ট তৈরির ব্যাপারে সবাইকে অবহিত করেন। তিনি নবনিযুক্ত আধিকারিকদের নিয়ে ২০১৬ পর্যন্ত তালিকা তৈরি করার জন্য তিনি সমস্ত জেলা সম্পাদকের সাহায্য চান। নতুন আধিকারিকদের ক্ষেত্রে তিনি PSC-এর মেধা তালিকার কপি সংযোজন করতে বলেন। তিনি আরো জানান যে সদস্যদের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে, কিন্তু সময়মতো ACR ও Asset Statement না আসায় দেরি হচ্ছে।

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

শোক বার্তা

আমাদের সদস্য সুব্রত বিশ্বাস (বর্ধমান জেলা) এবং সদস্যা অনুসূয়া বাগের (হাওড়া জেলা) অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁদের পরিবাবর্গের প্রতি আমরা সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শিশু সাহিত্যিক যোগিন্দ্রনাথ সরকারের সার্ধশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সন্দেশ এক নজরে—

১) ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে ১৮.০৫.২০১৬ তারিখে।

২) 8 years MCAS - ৫ই জুলাই ২০১৬ তারিখে ২৫ জনের আদেশনামা (প্রশাসনিক শাখা) বের হয়েছে।

৩) সংগঠনে একসাথে ১৫৪ জন নতুন আধিকারিক সদস্যপদ নিয়েছেন।

৪) গবেষণা শাখায় এগ্রোনমি ও এন্টোমোলজি বিভাগে প্রমোশনের আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে।

৫) প্রশাসনিক শাখায় উচ্চতর দ্বায়িত্বপূর্ণ পদে (উপকৃষি অধিকর্তা) বদলী - ২ জন।

৬) প্রশাসনিক শাখায় আরও ২৪ জন আধিকারিক নিয়োগের উদ্যোগ শুরু।

জেলার খবর :

মালদা

গত ৩১শে জুলাই সাট্সা, মালদা জেলা শাখা, জেলার কৃষি ভবনে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় জেলার ৫টি ব্লকের দুঃস্থ ও তপশীলি আদিবাসী কৃষক পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী যারা এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে তাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বই কেনার জন্য দু হাজার টাকা, একটি হাত ঘড়ি উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সাট্সা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম ভৌমিক এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রী শংকর দাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উক্ত সভায় নবাগত কয়েকজন সদস্যকে বরণ করা হয়।

নদীয়া

গত ২৫-৬-২০১৬ তারিখে শনিবার, কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কল্যাণীতে, সাট্সার নদীয়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন নদীয়া জেলার সহ-সভাপতি শ্রী মনোরঞ্জন বিশ্বাস। সভায় জেলা কমিটির পক্ষে প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক শ্রী জয়ন্ত পাল। জেলা সম্পাদক নতুন সদস্যদের বরণ করে। সভায় বদলী হয়ে আগত সদস্যদের পরিচিত করানো হয়। সভায় সদস্যদের সোৎসাহ উপস্থিতি ও যুক্তিপূর্ণ মতামত সভাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। জেলা সম্পাদক শ্রী জয়ন্ত পাল সদস্যদের মতামতের অপরিহার্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে সহ-সভাপতি শ্রী তপন কুমার দাস, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী কমল ভৌমিক, যুগ্ম সম্পাদক (নির্বাচন) শ্রী শংকর দাস, দপ্তর সম্পাদক শ্রী সুজন কুমার সেন, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শ্রী সুমন সেন, কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী সুরজিত রায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতি ও দৃঢ় বক্তব্য সদস্যদের মধ্যে নতুনভাবে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে এবং সংঘবদ্ধতা ও একতার আদর্শের উন্মেষ ঘটায়।

৪র্থ সভার প্রতিবেদন...

প্রথম পাতার পর

পত্রিকা সম্পাদক, শ্রী গোষ্ঠন্যায়বান অনুরোধ করেন কৃষি পুস্তিকাগুলি যাতে জেলাতে নিয়ে গিয়ে কৃষকদের দেওয়া যায়। তিনি বাৎসরিক প্রযুক্তি সংখ্যাগুলি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার আর্জি জানান। নবনিযুক্ত আধিকারিকদের কাছে সংগঠন প্রকাশিত সরকারী আদেশনামার কম্পেনডিয়াম পৌঁছানো অনুরোধ রাখেন।

যুগ্ম-সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী কমল ভৌমিক, সংগঠনের নতুন সদস্যদের ঠিকমতো তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার উপর জোর দেন। তিনি আরো বলেন নির্দিষ্ট জেলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা যেন তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

যুগ্ম-সম্পাদক (গবেষণা) শ্রী সঙ্গীত শেখর দেব জানান বিজ্ঞান শাখার প্রমোশনের ব্যাপারটি নিয়ে PSC-এর সাথে যোগাযোগ রেখে কাজকর্ম করা হচ্ছে। ''কৃষি রবির'' ব্যাপারে তিনি নতুন ভাবনা ও আঙ্গিকের কথা বলেন এবং জেলা থেকে এব্যাপারে প্রস্তাব আহ্বান করেন।

কেন্দ্রীয় কোষাধক্ষ্য- শ্রী দক্ষিণা রঞ্জন বৈদ্য, সাট্সা ভবনে থাকার জন্য নতুন নিয়ম অনুসরণ করতে সকলের কাছে অনুরোধ করেন। তিনি প্রত্যেক জেলা সম্পাদককে বলেন তাদের জেলার সদস্য/সদস্যার জন্য শ্রী বৈদ্যের কাছে যেন অগ্রিম বুকিং করেন। তিনি আরো বলেন যে সমস্ত সদস্য/সদস্যারা ভবনে থাকবেন, তারা যেন রেজিষ্টারে নাম ও বিবরণ নথিভুক্ত করেন।

যুগ্ম-সম্পাদক (লিগাল ম্যাটার) শ্রী শংকর দাস জানান কোর্টের যে সমস্ত বিষয় বিচারাধীন বা নিষ্পতি হয়নি, তার নিয়মমাফিক পর্যালোচনা ও যোগাযোগ করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য, শ্রী স্বরূপ চৌধুরি সবাইকে অবহিত করেন যে বিগত ২০১৫-১৬ সালে ক্যাপিটাল আউটলে থেকে অফিস বাড়ী প্রভৃতি নির্মানের জন্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা খরচ হয়ে। এই (২০১৬-১৭) বছরে এইখাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৪০ কোটি টাকা এবং এই টাকা যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করার জন্য জেলা থেকে প্রস্তাব পাঠানোর কথা বলেন।

শ্রী সুকান্ত দাশগুপ্ত, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য, বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যাপারে, সংগঠন থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশের আবেদন রাখেন।

শ্রী রাম প্রসাদ ঘোষ, কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য বলেন - নতুন সদস্য তথা আধিকারিকদের যথোপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে সংগঠনের কাজে যুক্ত করতে হবে।

শ্রী সুমন সেন, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য, সংগঠনের ওয়েব সাইটের জন্য খবর ও ছবি নিয়মিত পাঠানোর অনুরোধ করেন, যাতে সাইটকে সময় মতো আপডেট করা যায়।

বিভিন্ন জেলার সম্পাদকরা তাদের জেলার সমস্যা ও সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১) প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় গাইড লাইন ও পরামর্শ প্রদানে বিলম্ব ঘটায় বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনা রূপায়নে অসুবিধা।

২) কৃষি মেলার ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দের আংশিক বরাদ্দ করে মেলার আয়োজন করার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা ও অপদস্থ হওয়া।

৩) দপ্তরের অত্যধিক কাজের চাপে, সাংগঠনিক কাজ কর্মে শ্লথতা।

৪) বিভিন্ন অফিসে শূন্য পদ ও উপযুক্ত কর্মচারীর অভাব।

৫) নবনিযুক্ত আধিকারিক / সদস্যদের সংগঠন মনস্ক করে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা।

কয়েকটি জেলা তাদের জেলার বিশেষ সমস্যা অসুবিধার এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরেন—

১) সংগঠনের তরফে বাঁকুড়া জেলায় একটি গ্রাম মনোনীত করা হয়েছে জৈব গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। এই সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রমে সূর্যমুখীর চাষ, বিপণন প্রভৃতির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২) দার্জিলিং জেলায় ব্লকস্তরে ইন্টারনেটের সুবিধা প্রদানের অনুরোধ করেন জেলা সম্পাদক।

৩) মুর্শিদাবাদের জেলা সম্পাদক ব্লকস্তরে অবশিষ্ট শূন্যপদ পূরণের বিশেষ অনুরোধ করেন।

৪) পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পগরণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা সম্পাদকরা কৃষি মেলার বরাদ্দ বাড়ানো এবং তা একসাথে দেবার দাবী করেন।

৫) উত্তর ২৪ পরগণার জেলা সম্পাদক, দীঘাতে সংগঠনের একটি হলিডে হোম করার প্রস্তাব দেন।

৬) বর্ধমানের প্রতিনিধি NTPC দ্বারা অধিগৃহীত কাটোয়া এর SARF এর পদগুলি যথাযথভাবে অন্যত্র যুক্ত করার প্রস্তাব দেন।

৭) দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সম্পাদক আনন্দের সঙ্গে জানান যে জেলার কৃষি ভবনের কাজ প্রায় শেষ।

৮) মালদার প্রতিনিধি ''কৃষি রবি'' রূপায়ণে বিকল্প চিন্তাভাবনার কথা বলেন, এক্ষেত্রে তিনি কৃষক ক্লাবের (Farmers Club) এর অর্ন্তভুক্তির কথা বিবেচনা করতে বলেন।

শ্রী মুরারী যাদব, সভাপতি সাট্সা পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশনে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি এই ব্যাপারে সমস্ত জেলা থেকে উপযুক্ত প্রস্তাব আহ্বান করেন। এই বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, স্মারকলিপিতে আমাদের সাম্প্রতিক কর্মকান্ডের সাফল্য ও কৃষি বিভাগের গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হবে।

শ্রী ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক সাট্সা, বক্তব্যের উপসংহারে বলেন, প্রত্যেক জেলাকে নিজের অফিস বাড়ি তৈরির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু পরী(া-নিরী(ার মধ্যে দিয়ে আমাদের জল-হাওয়ার উপযোগী দেশী-বিদেশী সবজী বীজ আমরা সরবরাহ করে আসছি, আপনার প্রয়োজনীয় সেরা বীজটিও আমাদের কাছেই পাবেন

ভারত নার্শারী প্রা. লি.
৬০এ, অরবিন্দ সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৫
ফোন (০৩৩)২৫৫৫ ২৪২২, (০৩৩)২৭০৫ ০২৫৪, (০৩৩)২৫৩০ ৮৮২২
ফ্যাক্স (০৩৩)২৫৪৩ ৭১৮২, (০৩৩)২৫৩০ ১২৩৪
E-mail : bhratnpl@vsnl.net.
http: www.bharatnursery.com

টোটালের আশ্বাস বিশ্বমানের চাষবাস

Total টোটাল এগ্রিকেয়ার কনসার্ন প্রা.লি.
১২এ, নেতাজী সুভাষ রোড (দ্বিতল), কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মর্দন্য কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত, বিনিময় মূল্য ২ টাকা